Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Qualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 01:05:26 min.
ID: IDI_AMR206_SLM_PQ_Bo_R_27 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	50	Class-VIII	Qualified seller/prescriber	Both	Years	Banglai	

প্রশ্নর্কতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস এম এস। ঢাকা আইসিডিডিআরবি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি। তো আমরা ভাইজান, বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি। যেখানে বোঝার চেষ্টা করতেছি মানুষ বাসাবাড়িতে যে সমস্ত পশুপাখি যখন অসুস্থ হয়, তারা কি করে, পরার্মশ এবং চিকিৎসার জন্য কোথায় যায় এবং এই অসুস্থতার জন্য তারা কোন এন্টিবায়োটিক ক্রয় করে কিনা। ঔষধের দোকানের মালিক বা যারা এরকম স্বাস্থ্যসেবা, চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন অথবা যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা প্রদান করে থাকেন, তাদের কাছ থেকে আমরা আরো জানতে চাই, তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রয় এবং সেবনের পরার্মশ দিয়ে থাকেন। তো ভাইজান আমাকে যে সমস্ত তথ্য দিবেন, সেটা শুধুমাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে সর্ম্পূন গোপনীয়ভাবে আমরা সংরক্ষন করবো। তো আমরা কি শুরু করবো, ভাইজান? কেমন আছেন?

উত্তরদাতা:আসসালামুআলাইকুম। আমি ----। আমি ভালো আছি।

প্রশ্নর্কতা:তো ভাইজানের কাছে প্রথমেই জানতে চাচ্ছিলাম যে, মানে আপনি আপনার মানে আপনার কাজের ধরন নিয়ে যদি একটু বলেন। এই ফার্মেসিতে আপনি কি কি ধরনের কাজ করেন?

উত্তরদাতা:ফার্মেসিতে আমরা বসি। হয়তো ঐ ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন নিয়ে আসে। প্রেসক্রিপশনে আমরা যে ঔষধ লেখা থাকে, ঐগুলা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি না থাকে, বলি যে, ভাই, আমার দোকানে নাই, অন্য দোকানে দেখেন। আর হয়তো অনেক টাইমে দেখা যায় যে ঔষধের যে কভার বা বোতলের যে কভার, ঐটা নিয়ে আসে। যে আমারে এই ঔষধটা দাও। থাকলে দিই, না থাকলে বলি যে, অন্য জায়গায় চেষ্টা করো। আর হয়তো অনেক টাইমে এই পল্লী এলাকার মানুষ আসে যে, ভাই, আমার একটু জ্বর জ্বর ভাব। আমারে কি করা যায়। প্রথম অবস্থায় আমরা হয়তো প্যারাসিটেমল দিয়ে তাকে বলি যে, এটা খেয়ে দেখেন, কি হয়। তারপর দেখা যাবে।

প্রশ্নর্কতা:মানে সে সুস্থ হলোনা। পরবর্তীতে যদি রোগীটা আবার আসে, সেক্ষেত্রে রোগীকে প্যারাসিটেমল ছাড়া আর কি তাকে দেন? কোন এন্টিবায়োটিক বা

উত্তরদাতা:ঐটা তার উপসর্গের উপর দেখাযায় যে, যদি আমার নাগালের ভিতরে কোন এন্টিবায়োটিক দেওয়া চলে, দিই। নাহলে বলে দিই যে, ভাই, আপনি ডাক্তারখানায় যান। ডাক্তার দেখান।

প্রশ্নর্কতা: তো ভাইয়ের দোকানে কি কি ধরনের ঔষধ আছে? মানে মানুষ এবং গবাদি পশু বা কি ধরনের ঔষধ আছে?

উত্তরদাতা:আমার দোকানে ভাই এখন ঐ মানুষের কিছু ঔষধ আছে। গবাদি পশুর ঔষধ রাখিনা। মানে পুঁজি শর্ট। আর আমার দোকান নতুন। চালান কম। যার ফলে এটা রাখিনা। ঐ কৃমির যে ট্যাবলেট, ঐটা রাখি। মানুষ ঐটা চায়। এই।

প্রশ্নর্কতা:গবাদি পশুর? কৃমির আর হচ্ছে কি ধরনের আছে? একটা বললেন কৃমি।

উত্তরদাতা:আর

প্রশ্নর্কতা:মুরগির বা

উত্তরদাতা:মুরগির ঐযে রেনামাইসিন, অক্সিটেট্রাসিন যেটা, ঐটা আছে।

প্রশ্নর্কতা:ঐটা আছে। এছাড়া আর কিছু কি আছে?

উত্তরদাতা:না। এছাড়া আর আমি বর্তমানে আর কিছু রাখিনা।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তো ভাইজান, একটু আগে বলতেছিলেন, এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে টুকটাক এন্টিবায়োটিক যখন আপনারা দিয়ে থাকেন,ি বশেষ করে প্রাথমিক ভাবে ভালো না হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক এন্টিবায়োটিক দেন। তো আপনি এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে যে, আপনার অভিজ্ঞতা, এটা যদি একটু বলেন যে মানে কি ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে? কি ধরনের এন্টিবায়োটিক সাধারনত দিয়ে থাকেন সচরাচর?

উত্তরদাতা:আমরা সাধারনত ঠান্ডা জ্বর হলে এমোক্সিসিলিন অথবা সেফ্রোডিন এই পর্যন্তই দিয়ে থাকি। আর যদি দেখা যায় যে, ঠান্ডা জ্বর নেই, এমনি শুধু জ্বর তাহলে ঐক্ষেত্রে ফ্লুক্টামোক্সাজল যদি এলার্জি না থাকে তাহলে ফ্লুক্টামোক্সাজল ব্যবহার করি। আর যদি দেখা যায় যে, ফ্লুক্টামোক্সাজল কাজ করতেছেনা। তাহলে সেক্ষেত্রে সিপ্রোফ্লক্সাসিন পর্যন্ত ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:তো মানে আপনার কাছে কি মনে হয় যে, সময়ের সাথে সাথে আপনি কি মনে করেন যে, মানে বাংলাদেশে এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারটা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এখন আমার মানে প্রথমে আমি যখন প্র্যাক্টিসে আসি বা আমি ব্যবসায় আসি,তখন এন্টিবায়োটিক এত ছিলনা। এখন অনেক এন্টিবায়োটিক বাজারে চলে আসছে। আর আমি যখন আসছি তখন এইযে লিউফ্লক্সাসিলিন ছিলনা। এরিথ্রোমাইসিন ছিলনা। এই ধরনের অনেক এন্টিবায়োটিক ছিলনা। এখন অনেক এন্টিবায়োটিক চলে আসছে। এন্টিবায়োটিক, দিন দিন এন্টিবায়োটিক এর ব্যবহারও আরকি ডাক্তাররা লিখে। একটু বেশীর দিকে।

প্রশ্নর্কতা:মানে এইযে বেড়ে যাচ্ছে তার মানে আপনার মতামত হচ্ছে এটা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবহারটা বেড়ে যাচ্ছে আগের চেয়ে। আচ্ছা। মানে আপনি কি এন্টিবায়োটিক লিখেন, একটু আগে বলতেছিলেন যে, সচরাচর মানে বেশীরভাগ সময় যে এন্টিবায়োটিকগুলো লিখেন, তো এটা আমরা আলোচনার শেষের দিকে একটু দেখবো। জাষ্ট আমি একটু লিখে নিবো, আপনার কাছে কি কি এন্টিবায়োটিক আছে। তো এখন যেটা জানতে চাচ্ছি যে প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ আপনি কোন সময় ফেস করেছেন যে ধরেন আপনি একটা এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন। যে রোগী আসলো। আপনি তার উপসর্গ শুনে আপনি আসলে আমি তাকে কোনটা দিবো, এইযে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় বা কোন ধরনের কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন কিনা। এই বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছি। ৫:০০

উত্তরদাতা:এই বিষয়ে আমি (সম্ভবত কাষ্টমার আসলেন)

প্রশ্নর্কতা:যেটা বলতেছিলাম এন্টিবায়োটিক লেখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ কোন সময় মানে আপনি ফেস করেছেন কিনা বা এই বিষয়ে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:না। এই বিষয়ে হয়তো মনে করেন যে আমি বেশীরভাগই দোকানের ঔষধ যা ঐ প্রেসক্রিপশনে আসে বা রোগীদের ঐ ঔষধের কভার বা বোতলের কভার নিয়ে আসে, আমি ঐটা দেখেই দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি যদি দেখি যে, হয়তো আমি প্রাথমিক চিকিৎসা দিছিলাম, সেখানে কাজ হয়তেছেনা। তো তাকে বলি যে, ভাই, তুমি অন্য জায়গায় দেখাও।

প্রশ্নর্কতা:মানে প্রাথমিক দেওয়ার পরে পরবর্তীতে কোন ধরনের সমস্যা হয়ছে যে, মানে অসুখ ভালো হচ্ছেনা বা সে আবার আসছে যে, ডাক্তার সাহেব এটা আমি খাইছি, এখন আমি কি খাবো?

উত্তরদাতা:হয়তো যদি দেখি যে জিজ্ঞেস করে যে, এটা সমস্যা হয়। তাহলে বলি যে, অন্য জায়গায় ট্রিটমেন্ট নেন।

প্রশ্নর্কতা:মানে কি সমস্যার এরকম কোন সময় হয়ছে নাকি হয়নি?

উত্তরদাতা:না। আমি এই ধরনের কোন সমস্যায় আজ পর্যন্ত ইনশাল্লাহ পড়িনি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এখন যেটা জানতে চাচ্ছি যে, এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে যেটা ডোজ মানে কত মাত্রার বা ডোজ কি, কতদিন খেতে হবে, এটার কি কোন সাইড এফেক্ট, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা। এবং এটার রেজিস্ট্যান্স এই সর্ম্পকে কি আপনি কোন ব্যাখ্যা করে থাকেন? কোন নির্দেশনা দিয়ে থাকেন?

উত্তরদাতা:না। এটা প্রাথমিকভাবে আমরা রোগীর কাছে জিজ্ঞাসা করি যে, তার বয়স কত বা তার কি ধরনের সুবিধা অসুবিধা আছে। পেশাব পায়খানা বা তার এলার্জি বা তার ডায়বেটিস, এই ধরনের কোন ইয়া আছে কিনা। যদি দেখি যে ঝুঁকিপূর্ন কোন রোগী হয়, তাহলে বলি যে, ভাই আমি দিতে পারবোনা। আপনি অন্য জায়গায় চলে যান।

প্রশ্নর্কতা:না। আমি যেটা জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে, ঔষধ নেওয়ার, খাওয়ার ক্ষেত্রে তো একটা নিয়ম কানুন আছে। কিছু ডোজ, যে কিভাবে খাবে

উত্তরদাতা:হ্যা। ডোজ।

প্রশ্নর্কতা:এই বিষয়ে একটু বলেন

উত্তরদাতা:ডোজ মনে করেন যে, সিপ্রোফ্লক্সাসিলিন, ঐটা হলো যারা বারোর উর্দ্ধে বয়স, তাদের পাঁচশো সকাল বিকাল বারো ঘন্টা পর্যন্ত। আর এমোক্সিসিলিন, ঐটা আট ঘন্টা পরপর। ঐটা বয়সের উপ নির্ভর করে। ঐটা বারোর উর্দ্ধে হলে পাঁচশো মিলিগ্রাম আর বারোর নীচে ছয় এর উপরে হলে আমরা আড়াইশো মিলিগ্রাম দিই।

প্রশ্নর্কতা:আর মানে কতদিন খায়তে হবে, সাইড এফেক্ট, এসব সম্বন্ধে বা রেজিস্ট্যান্স

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট মানে মনে করেন যে, সাত থেকে দশ দিন এন্টিবায়োটিক এর মোটামুটি আমরা যা দেখি, ডাক্তারে সবসময় লিখতেছে বা আমরা ব্যবহার করতেছি। সাত থেকে দশদিন। সাইড এফেক্ট মনে করেন যে, ফ্রুক্টামোক্সাজল ৭:৪৭,-- কট্রিম, কট্রিম ডিএস এগুলা যাদের এলার্জি আছে, বা হয়তো এই এলার্জি জনিত অসুবিধা আছে, তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবেনা। আমরা দিও না।

প্রশ্নর্কতা:আর কোন ধরনের রেজিস্ট্যান্স মানে সমস্যা হতে পারে রেজিস্ট্যান্স। আমরা বলি না যে ঔষধ রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এখন মনে করেন যে একই এন্টিবায়োটিক বার বার ব্যবহার করে। ঐটায় পরবর্তীতে কাজ করেনা। ঐটায়

প্রশ্নর্কতা:তো এই বিষয়ে কিছু বলেন মানে রোগীকে যে মানে

উত্তরদাতা:ঐ বিষয়ে যদি দেখি যে আমি হয়তো একবার আসছিল আমার কাছে। সে এমোক্সিসিলিন খেয়ে জ্বর ছাড়ছিল। আবার মানে কিছুদিন পরে জ্বর হয়ছে। আবার এমোক্সিসিলিন দিছিলাম। কাজ হয়তেছেনা। ঐটা তো রেজিস্ট্যান্স হয়ছে। তো আমি বলি যে, ভাই, তুমি অন্য জায়গায় যাও।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। কোনা নির্দিষ্ট রোগীকে আপনি কি এন্টিবায়োটিক দিবেন নাকি দেওয়া হবে কি হবেনা, এইযে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়। এই সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন?

উত্তরদাতা:আমরা যে সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসা দিই, ঐক্ষেত্রে রোগীকে হয়তো জিজ্ঞাসা করি যে, আপনার অসুবিধা কতদিন ধইরা? ঐদিন বলে যে, না, আজকে থেকে জ্বর আসছে। ঐ ক্ষেত্রে আমরা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। যদি বলে যে, হয়তো জ্বর এসেছিল। প্যারাসিটেমল খাইছি কিন্তু জ্বর যাচ্ছেনা। ঐ ক্ষেত্রে হয় উপসর্গ লক্ষন অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক এন্টিবায়োটিক যেগুলা আছে, ঐগুলাই ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:প্রাথমিক বলতে আপনি একটু আগে বলতেছিলেন, ঐগুলাই নাকি আর কিছু আছে?

উত্তরদাতা:না। আমি মোটামুটি এই ধরনেরই এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। বড় জোর মনে করেন যে ঘাও পাচড়া হলে পেনিসিলিন জাতীয় যে ঔষধ আছে, এগুলা ব্যবহার করি। বড়জোর ফ্লুকক্সাসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:ধরেন এন্টিবায়োটিক এর যে দাম বা বাজারমুল্য এটা কি সাধারন যে জনগন, তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে বা এটার একটু ব্যায়টা বেশী।

উত্তরদাতা:এখন বাজারে মনে করেন যে ধরনের এন্টিবায়োটিক এসেছে, তাতে কিছু এন্টিবায়োটিক ক্রয় ক্ষমতার ভিতরে আছে। কিছু আছে সেগুলা দরিদ্র মানুষের জন্য একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, এরিথ্রোমাইসিন। প্রতি পাঁচশো মিলিগ্রাম পঁয়ত্রিশ টাকা। সেফিক্সিম প্রতি দুইশো মিলিগ্রাম পঁচিশ টাকা। চারশো পঞ্চাশ টাকা। আবার দেখা যাচ্ছে এখন সেফোরোক্সিম আড়াইশো পঁচিশ টাকা। পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা। এখন এক্ষেত্রে যারা দরিদ্র মানুষ তাদের একটু অসুবিধা হয়।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে ভোক্তা বা ক্রেতা, যিনি যে পরিমান টাকা ব্যায় করতেছে ঔষধের পিছনে। সে কি সে পরিমান সেবা বা সুবিধা পাচ্ছে ঐ ঔষধ থেকে? কি মনে হয় আপনার?

উত্তরদাতা:এখন এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে যা দেখি, ডাক্তার যা লিখে দেয় বা নিয়ে খায়, সে তো বলে যে আমার অসুখবা রোগ ভালো হয়েছে।

প্রশ্নর্কতা:ওরা বলে যে ভালো হয়েছে। মানে আপনি প্রায় সময় শুনেন যে ভালো হয়ছে নাকি কিছু সময় শুনেন যে ভালো হচ্ছেনা।

উত্তরদাতা:এখন মনে করেন যে, এই জ্বর বা মনে করেন যে সংক্রমন জাতীয় যে ঔষধগুলা এগুলা প্রায় ক্ষেত্রেই বলে যে আমার ভালো হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু যেমন এইযে সংক্রমন হয়ছে, এগুলা বলে যে আমার এগুলায় কাজ করে নাই। ডাক্তার লিখছিল, আমি এখন অন্য ডাক্তারের কাছে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকজন সাধারনত কিভাবে এন্টিবায়োটিক নিয়ে থাকে আপনাদের থেকে? তারা কি পুরা কোর্সটাই গ্রহন করে থাকে নাকি অল্প করে নেয়?

উত্তরদাতা:এটা প্রথমে প্রেসক্রিপশন নিয়ে আইসা বলে যে, আমরা ঔষধে কত টাকা ইয়ে আসে? এমাউন্ট আসে বা বিল আসে। তখন আমরা শুনাই। শুনানোর পর বলে যে, আমারে চারদিনের দিন অথবা পাঁচদিনের দিন। পাঁচদিনের নিয়ে যায়। কত আবার হয়তো বাকীটা পরে আইয়া নিয়া যায়। কত আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ওরা আবার পুনরায় আসে নাকি আসেনা?

উত্তরদাতা:পুনরায় হয়তো মনে করেন এই বাজার থেকে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে অন্য বাজার থেকে কিনে। আবার হয়তো অনেকেই পুরোটাই নিয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা, যারা নেয়না, ওরা যদি এটা কোর্স কমপ্লিট না করে সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তরদাতা:এখন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে পুরা কোর্সই ব্যবহার করতে হয়। এটা আমরা শুনি বা মোটামুটি আমরা যে এলএমএফ করছি, ঐখানে আমাদের বলে দিয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশের মানুষ তো ঐটা বুঝতে চায়না। তারা বলে যে, দশদিনের ঔষধ বা সাতদিনের ঔষধ আমি খায়তে পারবোনা। আমাকে এই দুইদিনের ডোজ দিন অথবা তিনদিনের। অহন তিনদিন খাওয়ার পর আমরা বইলা দিই যে এটা আপনার পুরা ডোজ করেন মানে সাতদিনই খায়য়েন। সে বলে যে আমি পরে দেখমু। পরে অন্য জায়গা থেকে কিইনা খায় কি না খায় এটা আমি বলতে পারবোনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে যদি কমপ্লিট না করে তাহলে তার কি সমস্যা হতে পারে ভাইজান। যদি ধরেন আপনি দিলেন তাকে সাতদিনের জন্য। যে আপনার জ্বর,অনেক জ্বর। আপনি এই এন্টিবায়োটিকটা খান। সাতদিন খান।

উত্তরদাতা:এখন ঐটা মনে করেন যে, ঐ এন্টিবায়োটিক কমপ্লিট না করলে ঐ অসুখটা ক্রনিক হয়ে যায়।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি হয়?

উত্তরদাতা:মনে করেন যে, ঐ এখন আমার জ্বর হয়ছে। যে আমি যে ঔষধ খেয়ে আমার জ্বর ছাড়ছিল, আমি ডোজ কমপ্লিট করলাম না। কোর্স কমপ্লিট করলামনা। আবার হয়তো জ্বর হলে ঐ ঔষধ আর আমার কাজ করবেনা।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি করতে হবে তার?

উত্তরদাতা:তখন তার ঐ অন্য এন্টিবায়োটিক এর সাহায্য নিতে হবে। ডাক্তারের পরার্মশ নিয়ে।

প্রশ্নর্কতা:একটা নতুন জিনিস জানতে পারলাম। আচ্ছা, আপনি কি ব্যবস্থাপত্রে বা প্রেসক্রিপশনের অন্য ঔষধের চেয়ে এন্টিবায়োটিক কে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকেন? আপনার কাছে যেসব রোগী আসে সেক্ষেত্রে?

উত্তরদাতা:আমি মানে আমার ছোট দোকান। সামান্য রোগী। যতটুক পাই বা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার চেষ্টা করি। এন্টিবায়োটিক আমি প্রথমেই ব্যবহার করিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে তার মানে কি আপনি প্রথমে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন নাকি সাধারন ঔষধ দিচ্ছেন? কোনটা দিচ্ছেন?

উত্তরদাতা:এমনে ঐ রোগের উপর ইয়ে করে জোর দিই যে, তার জ্বর হচ্ছে। বলি যে, প্যারাসিটেমল খেয়ে দেখেন। আর যদি দেখা যায় যে, তার শরীরে ঐ চর্মরোগ বা ইয়ে দেখা দিছে, তাহলে ঐক্ষেত্রে তাকে একটা ঐ ক্রিম অথবা ঐ সিক্রিটিন জাতীয়, এন্টি হিস্টামিন জাতীয় একটা ঔষধ দিই যে, আপনি এটা খেয়ে দেখেন। যে, যায় কিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে অন্য ঔষধের সাথে এন্টিবায়োটিক এর কোন পার্থক্য আছে কিনা? ধরেন সাধারন ঔষধ যেগুলা আছে এবং এন্টিবায়োটিক এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স বা পার্থক্য আছে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক আর অন্য ঔষধের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রশ্নর্কতা:যদি খুলে বলেন, ভাইজান।

উত্তরদাতা:মনে করেন যে, অন্য ঔষধ

প্রশ্নর্কতা:অন্য ঔষধ বলতে সাধারন ঔষধ ১৫:০০

উত্তরদাতা:সাধারন ঔষধ ঐগুলা যখন দরকার তখন খায়। ঐটা এখন খাইলাম। বিকালে না খায়লে কোন অসুবিধা বা সুবিধা এরকম কিছু যায় আসেনা। আর এন্টিবায়োটিক যেটা আপনি কি জানি বলছিলেন?

প্রশ্নর্কতা:সাধারন ঔষধ এবং এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা? দুই ধরনের ঔষধ না দুইটা? দুই ধরনের ঔষধের মধ্যে কোন পার্থক্য বা ডিফারেন্স আছে কিনা? আপনার কি মনে হয়?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক হয়তো মনে করেন যে, হুট কইরা এন্টিবায়োটিক দিলে বা একটা রোগী খায়লে তার যেকোন একটা অসুবিধা হতে পারে। এক্ষেত্রে মানে এন্টিবায়োটিক এর ক্ষেত্রে একটু সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়।

প্রশ্নর্কতা:আর কিছু কি আছে ভাইজান। এন্টিবায়োটিক এবং সাধারন ঔষধ, একটা তো আমরা বলতেছি, মুখেই বলতেছি সাধারন ঔষধ আর একটা এন্টিবায়োটিক। তাহলে এই দুইটার মধ্যে কোন ডিফারেন্স বা পার্থক্য আর কি আছে? সুন্দর বলছেন। আর?

উত্তরদাতা:আমরা তো মানে ছোটখাটো ইয়ে করি তো আমার এটুকুই জানা আছে।

প্রশ্নর্কতা:দামের দিক দিয়ে বা যেকোন

উত্তরদাতা:দামের দিক দিয়ে মনে করেন যে, এন্টিবায়োটিক এর দাম একটু বেশী দেখা যাচ্ছে। আবার সাধারন ঔষধও অনেক দেখা যাচ্ছে, সেগুলো যেমন এই যে ব্যথানাশক ঔষধ আছে এখন বাজারে। অনেক দামী ঔষধ বের হয়ে গেছে।

প্রশ্নর্কতা:আর কাজের দিক দিয়ে? যদি আমরা কাজের দিক দিয়ে চিন্তা করি এই দুইটা ঔষধের মধ্যে পার্থক্য। কোনটা ভালো কাজের দিক দিয়ে?

উত্তরদাতা:কাজের দিক দিয়ে মনে করেন যে এখন এন্টিবায়োটিক হলো জীবানুনাশক। ঐটা জীবানুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতেই হবে। সেক্ষেত্রে ঐটার কাজ ওরা ঠিকই করবে। আবার মনে করেন যে, এমনি সাধারন ঔষধ, ব্যথানাশক বা যে সব ঔষধ আছে, ঐগুলা সঠিক রোগের সঠিক ঔষধ ব্যবহার করলে সঠিক ফল পাওয়া যায়।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। লোকে কি মানে প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চেয়ে থাকে? যখন

উত্তরদাতা:এখন হয়তো মনে করেন যে, এক লোকের জ্বর আসছিল। ডাক্তারের কাছে গেছিল। সেই ডাক্তার লিখে দিছে যে, আমার জিম্যাক্স ক্যাপসুল খেয়ে ভালো হয়ছে। তার পাশে একজনের হয়তো জ্বর হয়ছে। ঠান্ডা জ্বর। সে তার কাছে জিজ্ঞেস করছে। সে কয়, না, তুমি যেয়ে বাজারে যেয়ে তিনটা জিম্যাক্স বা ছয়টা জিম্যাক্স আনোগা। এটা খাও। সাইরা যায়বো। এখন আইসা আমাদের কাছে বলে। আমরা তো নাছোড়বান্ধা। পেটের দায়ে আমাদের বিক্রি করতে হয়। আমরা বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা হচ্ছে একটা শুনে শুনে করতেছে। এছাড়া আর কোন ধরনের পেশেন্ট বা সাধারন ক্রেতা আসে কিনা যে আমাকে ভাই, এন্টিবায়োটিক দেন। এটা দেন।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক যার জানা থাকে, সে এসে চায়।

প্রশ্নর্কতা:সে চায়। আর একটা হচ্ছে শুনে শুনে চায়। এছাড়া আর কেউ কি চায়?

উত্তরদাতা:না। এমনি মনে করেন যে যারা নিরীহ মানুষ, তারা সাধারনত প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসে। তাহলে সে অসহায় অবস্থায় আসে। আমি তার অবস্থাতে নির্ভর কইরা আমি তার চিকিৎসা দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন?

উত্তরদাতা:আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করি, ভাই, আপনার কি কি অসুবিধা হয়? যদি দেখি যে আমার আওতার ভিতরে আছে, তাহলে আমি তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিই। আর যদি দেখি যে, না, ভাই আমি এ আমার আওতার বাহিরে। তাহলে বলি যে, আপনি অন্য একটা ভালো ডাক্তারের কাছে যান। যেয়ে আপনি পরার্মশ নেন।

প্রশ্নর্কতা:এখন যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতে চাচ্ছি ঝুঁকি সর্ম্পকিত বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাচ্ছি। তো সেটা হচ্ছে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকগুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভুমিকা পালন করে? মানে এন্টিবায়োটিক মেডিসিনটা হচ্ছে যে রোগ ভালো করার জন্য খুবই এফেক্টিভ, এটা খুবই কার্যকরীভাবে কাজ করে? খুবই কার্যকরী?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক, এটা হলো জীবানু ধ্বংসকারী। এটা সঠিক রোগের সঠিক এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে সুন্দর কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা যেটা বলতেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে মানে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে মানে এন্টিবায়োটিক যে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে কিনা যে এন্টিবায়োটিক দিলে মানে রোগটা ভালো করার ক্ষেত্রে সে কার্যকরীভাবে কাজ করতেছে কিনা। এই বিষয়ে আপনার মতামত মানে কি মনে হয়

উত্তরদাতা:এই বিষয়ে মনে করেন যে হয়তো অনেক ধরনের অসুখ দেখা যায় যে, সেখানে এন্টিবায়োটিক এর দরকার নাই। তা দেখি অনেক ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। এক্ষেত্রে হয়তো এন্টিবায়োটিক জীবানু নাশক। যেখানে জীবানু নাই, সেখানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে হয়তো একটু ক্ষতি হতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:এটা হচ্ছে ক্ষতি। আর আমি জানতে চাচ্ছি হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রোগ ভালো করার ক্ষেত্রে মানে কোন কাজ করে কিনা? মানে রোগ প্রতিরোধ করার, এন্টিবায়োটিকগুলো রো গ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে কিনা। তার তো একটা ভুমিকা আছে।

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক রোগ ভালো করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক রোগ ভালো করেনা। এন্টিবায়োটিক শুধু জীবানু ধ্বংস করে।

প্রশ্নর্কতা: জীবানু ধ্বংস করে।

উত্তরদাতা:আর এন্টিবায়োটিক এ রোগ প্রতিরোধ হয় কিনা, এটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। মানে কি কি উপায়ে এটা কাজ করে? ধরেন একজন রোগী এন্টিবায়োটিক খায়লো। খাওয়ার পরে ঐটা কি করতেছে শরীরের মধ্যে? কি কি উপায়ে এটা কাজ করে? শরীরের মধ্যে ঔষধটা ঢুকলো, খায়লো। ঢুকার পরে এটা কি করে শরীরে ঢুকে এন্টিবায়োটিকটা ২০:০০

উত্তরদাতা:সেটা হয়তো ব্লাডের সাথে কাজ করে।

প্রশ্নর্কতা:গেল। ব্লাডে গেল। গিয়ে ও কি করতেছে?

উত্তরদাতা:ব্লাডে যে জীবানু আছে, ঐটা সে ধ্বংস করে।

প্রশ্নর্কতা:ধ্বংস করে দিচ্ছে। এছাড়া আর কোন কাজ করে এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিকে মনে করেন শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা থাকলে সেক্ষত্রে ফুসফুসে যদি সমস্যা থাকে, তাহলে এন্টিবায়োটিক খেলে ঐ ফুসফুসের সমস্যা ভালো হয়ে যাবে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। আর?

উত্তরদাতা:তার বাদে মনে করেন যে, নাকে সমস্যা, নাক বন্ধ, সাইনোসাইটিস এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:আর? মানে আরো যদি কয়েকটা বলেন আরকি। রোগের তো আর অভাব নেই। প্রচুর রোগ। ঔষধেরও তো শেষ নেই। তাইনা?

উত্তরদাতা: এখন আমরা ভাই ছোটখাটো প্রাথমিক চিকিৎসা দিই। আমাদের আর

প্রশ্নর্কতা:না। অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা যেটা হয়ছে, এটা তো অনেক বড় অভিজ্ঞতা। অনেক বছরের অভিজ্ঞতা। ঠিক না? এানে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা কাজ করে? এন্টিবায়োটিক ঔষধটা কাজ করে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে? কয়েকটা রোগ যদি বলেন।

উত্তরদাতা:চর্মরোগেও ব্যবহার হয়।

প্রশ্নর্কতা:চর্মরোগে হয়। হ্যা। ফাইন। তারপরে?

উত্তরদাতা:তারপর মনে করেন যে, অনেক সময় দেখা যায় নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে।

উত্তরদাতা:হাঁপানি। এজমা যেটা।

প্রশ্নর্কতা:এজমা।

উত্তরদাতা:ঐখানে ব্যবহার হয়। তার বাদে চোখের রোগের ক্ষেত্রেও দেখি ব্যবহার হয়। তার বাদেমনে করেন যে, অনেক আমরা ব্যবহার করিনা। অনেক ডাক্তারে দেখি ঐযে রিউমেটিক ফিবার যেটা

প্রশ্নর্কতা:রিউমেটিক ফিবার? বাত জ্বর

উত্তরদাতা:হ্যা। ঐটার মধ্যেও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। তাছাড়া মনে করেন যে, গ্যাষ্ট্রিক আলসার, এক্ষেত্রেও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। তাহলে এন্টিবায়োটিক এর যে বিভিন্ন গ্রুপ আছে, ভাইজান। কোন গ্রুপের ঔষধটা ভালোভাবে কাজ করে? আপনার মতে, আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলেন যে, অনেকগুলো তো গ্রুপ আছে। তার মধ্যে কোন গ্রুপের ঔষধটা ভালো কাজ করে?

উত্তরদাতা: এন্টিবায়োটিক এর মধ্যে সঠিকভাবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি দেখেছি সঠিক রোগের দিতে পারলে পেনিসিলিন ভালো। যদি তার কোন এলার্জির সমস্যা না থাকে।

প্রশ্নর্কতা: পেনিসিলিন ভালো। এলার্জির সমস্যা না থাকলে। এছাড়া আর কোন গ্রুপের ইয়ে ভালো? মেডিসিন ভালো মানে গ্রুপের, কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতা পেনিসিলিন।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এটা বললেন। এটা ছাড়া আর

উত্তরদাতা:এমোক্সিসিলিন আছে।

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সিসিলিন আছে।

উত্তরদাতা:আর আগে ছিল এখন বর্তমানে নেই। এম্পিসিলিন। এটা বর্তমানে নেই। ঐটাও ভালো প্রাথমিক চিকিৎসকদের জন্য ভালো হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:তো এন্টিবায়োটিকের কোন র্পাশ্বপ্রতিক্রিয়া আছে কিনা, কোন সাইড এফেক্ট, ভাইজান?

উত্তরদাতা:মোটামুটি প্রত্যেক ঔষধেরই র্পাশ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। কিন্তু ঐগুলা প্রাথমিক অবস্থায় তো আর আমরা বুঝতে পারিনা। যদি হয়তো আমরা প্রাথমিক যে, ছোটখাটো এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করি। যদি আইসা বলে যে, আমার এই অসুবিধা হইতেছে। তখন বলি যে, এটা আর খায়ওনা। এটা তোমার সংবেদনশীল। এটা তোমার খাওয়া চলবেনা। বন্ধ করে দিও।বলি যে তুমি অন্য জায়গায় কিনো।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো রোগীকে বলেন। আর এমনে যদি সাইড এফেক্টের কথা বলি। কয়েকটা সাইড এফেক্ট বলতে পারবেন যে, কি কি ধরনের সাইড এফেক্ট হয় এন্টিবায়োটিক যদি

উত্তরদাতা:সাইড এফেক্ট কি মনে করেন যে হাত পায়ে ফুসকুড়ি দেখা যায়। হয়তো ---২৪:০০ ঘা দেখা দেয়। তাদের মুখ শুষ্ক হয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রে পানি পিপাসা হয়। অনেক ক্ষেত্রে চোখ জ্বালাপোড়া করে। বা মাথা ঝিমঝিম করে। বমি বমি ভাব হয়। তারপর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বলে যে আমার খাওয়ার পর দুর্বলতা আসতেছ বেশী। এই তো এই ধরনের।

প্রশ্নর্কতা:তো এইযে র্পাশ্বপ্রতিক্রিয়াগুলা বললেন, অনেকগুলা সাইড এফেক্ট বললেন, এগুলা থেকে কিভাবে মোকাবিলা করা যায় মানে কিভাবে ভালো থাকা যায়?

উত্তরদাতা:এগুলা অতটুকু ভাই আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর নাই। তবু আমি যতটুকু জানি যদি কোন সমস্যা হয়, তাকে আমি বলি যে, না, তুমি এটা আর খাইওনা। তারপর তারে যদি দেখা যায় যে, হয়তো মাথা ঘুরায় বা বমি হয়, তাহলে তার ঐ উপসর্গের উপর একটা ট্রিটমেন্ট দিয়ে দিই। তুমি আর এটা খাইওনা।

প্রশ্নর্কতা:তখন কি ধরনের আবার ট্রিটমেন্ট দেন? মানে কোন উপসর্গের ট্রিটমেন্ট দেন?

উত্তরদাতা:ধরেন যদি বমি বমি ভাব হয়, তাহলে অমিডন ট্যাবলেট আছে। বা ইষ্টিমিডেল আছে, এগুলা বলি যে এগুলা।

প্রশ্নর্কতা:সেক্ষেত্রে কি মানে ভালো হয়ে যায় পরে?

উত্তরদাতা:হ্যা। পরে বলে যে আমাদের আর মাথা ঘুরায়না। ঐ এন্টিবায়োটিক বন্ধ করে দিই।

প্রশ্নর্কতা: ঐটা বন্ধ হয়ে যেতো। কিন্তু ঐটাতো মানে ে মাঝপথে যদি বন্ধ করে দেয় সেক্ষেত্রে কোন সমস্যঅ হবেনা তার?

উত্তরদাতা:না। তাকে তো বলি আমি অন্য ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে।

প্রশ্নর্কতা:চিকিৎসা নিতে বলেন। আচ্ছা। যেটা জানতে চাচ্ছিলাম, ভাইজান। সেটা হচ্ছে যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স, একটা শব্দ। এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স বলতে আপনি কি বুঝেন? এটা আসলে কি? জিনিসটা কি?

উত্তরদাতা:রেজিস্ট্যান্স মানে একই ঔষধ বারবার ব্যবহার করলে ঐ ঔষধের কার্যকরী ক্ষমতা ঐ রোগ প্রতিরোধ, রোধ ক্ষমতা ঐ ঔষধে হারিয়ে ফেলে। তখন ঐ ঔষধ আর কাজ করেনা।

প্রশ্নর্কতা:কাজ করেনা। তো কাজ না করলে কি সমস্যা হয়? ২৬:০০

উত্তরদাতা:সমস্যা হয় তার রোগ তো থেকেই যায়। সে ঐ রোগ নিয়ে ঘুরে। তখন অন্য দেখা যায় চিকিৎসা নিয়ে, পাওয়ারফুল এন্টিবায়োটিক নিয়ে ঐটার প্রতিরোধ কইরা চিকিৎসা করে।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে তাহলে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সটা যে হচ্ছে, এটা কিজন্য হচ্ছে আসলে? কি কারনে এন্টিবায়োটি রেজিস্ট্যান্সটা হয়ে যাচ্ছে?

উত্তরদাতা:এটা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানে সবসময় এন্টিবায়োটিক এর বেশী ব্যবহার কইরা রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে।

প্রশ্নর্কতা: বেশী ব্যবহার করে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে। এটা একটা কারন যে, বেশী ব্যবহার করা। আর কোন কারন কি আছে ভাইজান? আর কোন কারন?

উত্তরদাতা:তাছাড়া হয়তো যে

প্রশ্নর্কতা:ভাইজান যেটা বলছিলাম যে, এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স হওয়ার জন্য তাহলে একটা বলতেছিলেন যে, মানে কিজন্য রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে কি কারনে বলতেছিলেন। এই বিষয়ে যদি আরেকটু বলেন।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক হয়তো একই এন্টিবায়োটিক বারবার ব্যবহার করে।

প্রশ্নর্কতা:এটা একটা কারন। আর?

উত্তরদাতা:আর এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করে। মনে করেন যে, এন্টিবায়োটিক এর যে নির্ধারিত কোর্স শেষ করেনা। যার কারন মনে করেন যে অসুখ হইলে দুইটা এন্টিবায়োটিক কিনে খায়, নিজের ইচ্ছামতো। আবার পনের দিন ভালো থাকে। পনের দিন পর আবার অসুখ হলে আবার আসে যে, আমারে দুইটা এন্টিবায়োটিক দেন। এভাবে খায়। এভাবে খাওয়ার পর মানুষ এটা বারবার ব্যবহার করতে করতে ঐ ঔষধ আর ঐ দেখা যায় কার্যকারীতা থাকেনা। এভাবে আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি ভাইজান?

উত্তরদাতা:এটা এখন বন্ধ করার, আমরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এখন আমাদের চিকিৎসা করতে হয়না। জ্বর আসলে আইসা বলে যে, আমাকে দুইটা নাপা এক্সট্রা দেন। আমি আর কি করমু। আমি তারে যদি বলি যে, ভাই তুমি নাপা এক্সট্রা খায়বা ক্যান, তোমার বয়স তো চৌদ্দ হয় নাই। তখন তো সে আমার কথা মানবোনা। আমি যদি বলি যে, তোমার বয়স চৌদ্দ হয় নাই। চৌদ্দর আগে এই প্যারাসিটেমল প্লাস খাওয়া চলবেনা। সেক্ষেত্রে আমি যদি বলি তাহলে বলবে যে, তুমি বড় ডাক্তার হয়ছো? আমি চাইছি আর তুমি আমারে জ্ঞান দাও। আমরা আর কি করমু। আমি ঝামেলায় যাবো কেন। আমি নাপা এক্সট্রা দিয়ে দিই। আবার হয়তো একজন আইসা বলে, আমার তো জ্বর আসছে। প্যারাসিটেমল খাইছিলাম। সারে নাই। আমারে একটা জিম্যাক্স দাও। তারে যদি আমি বলি যে, ভাই, জিম্যাক্স তো খায়লে আপনি এই প্রাথমিক যে সেমিডোজ তা তিনদিন তিনটা খায়তে হবে। সে বলে যে, তিনটা খামু ক্যানে, একটা খায়লে আমার জ্বর যায়গা। একটা নিয়ে যাই। আমাদেরতো করার কিছু নাই। তাদের যদি বলি এটা প্রাথমিক অবস্থায় তিনদিন তিনটা খেতে হবে। দেখা যায় তার বাদে যদি জীবানু থাকে তাহলে আপাতত পাঁচদিন সাতদিন বা বর্তমানে দেখি যে, চৌদ্দদিন পর্যন্ত দেয় অনেকে, কোন কোন ডাক্তারে। ঐগুলা আমাদের চিকিৎসার বাইরে। আওতার বাইরে। ঐগুলা যারা লিখে, তারা জানে। তো এই অবস্থা আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে বন্ধ করার ক্ষেত্রে কি করা যায়? এটা তো বললেন যে মানে রোগীরা আসে, তারা যে বিভিন্ন সমস্যাগুলা মানে কথা নিয়ে আসে, বলে।

উত্তরদাতা:এখন বন্ধ করার ক্ষেত্রে ভাই, কি বলবো। এখন আমি যদি বলি যে, আপনার কাছে আমি একটা জিম্যাক্স বেচুমনা। বিক্রি করবোনা। সে তো আমার কাছ থেকে নিবেনা। সে অন্য দোকানে গিয়ে ঠিকই কিনে নিবে। সে আমার কাছে কোনদিন ঔষধ কিনতেও আসবেনা। যে ঐ দোকানে গেলে দেয়না।

প্রশ্নর্কতা:দেয়না।

উত্তরদাতা:তো আমার তো

প্রশ্নর্কতা:না। এটাতো একটা সমস্যা। মানে ধরেন যে রেজিস্ট্যান্স বললেন, রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাচ্ছে বা ইয়ে। এটা একটা আমাদের সমস্যা না? তো এটার সমাধান করার জন্য, আপনার যে আজকে এত বছরের অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি মনে করেন যে, কোন কাজটা করলে মানে এইযে এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যে হচ্ছে বা সমস্যাটা, এটার সমাধান হবে। কি করা যায়? একটু বুদ্ধি পরার্মশ বা যদি একটা পয়েন্ট বলেন।৩০:০০

উত্তরদাতা: এটা এখন মনে করেন যে আমাদের দেশের যে বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থা,তাতে তো এমবিবিএস ডাক্তারদের চিকিৎসা পল্লী এলাকার লোকে করাবে, তাদের সে অর্থও নেই। একটা এমবিবিএস এর কাছে গেলে প্রথম অবস্থায় তার ফি দিতে হয় দুইশো টাকা। তার বাদে একটা এমবিবিএস ঔষধ লিখলে লিখে হাজার টাকার ঔষধ। রোগীর পক্ষে একটু জ্বর আসছে, তার জন্য কি পাঁচ ছয়শো টাকা খরচ করবে? তারা নিরুপায় হয়ে আসে পল্লী চিকিৎসকের কাছে। এখন পল্লীচিকিৎসক যে সঠিকভাবে চিকিৎসা দেয়, সে তাকে সঠিক চিকিৎসা দিয়ে দেয়। বা তারে বুদ্ধি দেয় যে, তুমি এই ঔষধ এই কতদিন খাও, তোমার ইয়ে ভালো হয়ে যাবে। আবার হয়তো অনেকে আছে, এখন রোগীর কি হইলো, না হইলো। আমার দুইটাকা লাভের দরকার। ঔষধ বিক্রি করে দিল। এইতো।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে সঠিক নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের মানে চ্যালেঞ্জসমুহ কি কি? এইযে ধরেন এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন আপনি। তো এন্টিবায়োটিক খাওয়ার তো একটা মানে নির্দেশনা আছে। যে এটা এত খায়তে হবে। এত ঘন্টা পরপর খায়তে হবে বা এইযে একটা নিয়মমাফিক যে খাওয়া। এটা খাওয়া মানে কি সবার পক্ষে কি সম্ভব? মানে একটা চ্যালেঞ্জ আমরা বলতেছি। ঐটা যে খায়তে গেলে আসলে টাইম মেইনটেইন করে খাওয়া বা ইয়ে এটা একটা চ্যালেঞ্জ না? মানে এটা চ্যালেঞ্জসমুহ কি কি হতে পারে?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জসমুহ আমরা যদি প্রাথমিক চিকিৎসা দিই, আমরা ঝুকিঁর্পূন কোন রোগী দেখিলে বা পাইলে ঐখানে আমরা কোন এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করিনা। আমরা বলি যে,

প্রশ্নর্কতা:এটা তো আপনারা বলেন। আমি জানতে চাচ্ছি যে ভাইজান, মানে সে যে ঔষধটা নিচ্ছে। ঔষধটা তো তার একটা নিয়ম মাফিক খায়তে হবে। এখন নিয়মমাফিক টাইমমাফিক খাওয়া এটা তো তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। যে মানে সে ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা আসলে।

উত্তরদাতা:এখন আমার দৃষ্টিতে আমি বলি। আমি যদি দেখি যে, হয়তো তার বয়সের সাথে এন্টিবায়োটিক এডজাষ্ট হয়তেছেনা। বা তার রোগের সাথে এন্টিবায়োটিক এডজাষ্ট হয়তেছেনা। আমি তাকে দিইনা। যে তুমি অন্য জায়গা থেকে কিনোগা। আমি দিবোনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সেক্ষেত্রে আপনার ব্যবসা বা ইয়ের কোন সমস্যা হয়না?

উত্তরদাতা:না। সমস্যা হয়না। আমি তাকে অন্যভাবে বুঝিয়ে দিই যে, ভাই আমার কাছে নেই। তুমি অন্য জায়গা থেকে নাও। আমি তাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করি যে, ভাই, তুমি জিম্যাক্স দিয়ে কি করবা? সে হয়তো বলে যে, জ্বর আইছে। তার বয়স দেখা যায় যে, সে আইসা জিম্যাক্স পাঁচশো চায়তেছে। আমি বলি যে, না, ভাই। আমার দোকানে নাই। তুমি অন্য দোকানে যাও।

প্রশ্নর্কতা:মানে আরেকটা জিনিস কি

উত্তরদাতা:তাকে আমি প্রথমে বলি যে, তোমার হয়তো এই জিম্যাক্স পাঁচশো খায়তে পারবে না। তুমি আড়াইশো খায়তে পারো। সে বলে, না, এটা খেলে জ্বর যায়গা। আমি তাকে বিক্রি করিনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন আপনি তাকে ঔষধ দিলেন ধরেন পাঁচদিন বা সাতদিনের। সে দশের উপরে বয়স। তাকে ঔষধ দিলেন। এখন দেওয়ার পরে বললেন প্রতিদিন তুমি ছয়ঘন্টা পরপর একটা করে খাবা। যেকোন একটা এন্টিবায়োটিক তাকে কথার কথা দিলেন। তো সেক্ষেত্রে ছয়ঘন্টা পরপর যে ঔষধটা যে খাওয়া, নিয়ম, টাইম মেইনটেইন করে খাওয়া। এটা তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ না? দেখা যায় রাতের দুইটার সময় উঠে তার ছয়ঘন্টা শেষ হয়ছে। শেষবারে যখন খায়ছে, তো এটা খায়তে গিয়ে কোন চ্যালেঞ্জ হতে পারে কিনা? টাইম মেইনটেইন করা বা ইয়ে

উত্তরদাতা:টাইম মেইনটেইন করা এটা মানে বেশীরভাগ সময় দেখা যায় যে, রাত দশটা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত ঔষধ খাওয়া বিরত। এই টাইমে কেউ ঔষধ খায়না।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। খায়না। তাহলে এইযে

উত্তরদাতা:তাহলে ঐযে

প্রশ্নর্কতা:নিয়মমাফিক আপনি যে বলে দিলেন, সে যে খাচ্ছেনা, তাহলে এটা একটা চ্যালেঞ্জ না?

উত্তরদাতা:চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্নর্কতা:তারজন্য তো চ্যালেঞ্জ। তার রোগ ভালো হবেনা।

উত্তরদাতা: এখানে মানে এন্টিবায়োটিক এর যে ডোজটা ঐটা বা ইয়েটা মানে ভোর হয়তেছে। তার কারন হলো চব্বিশ ঘন্টায় আট ঘন্টা পরপর খায়তে হবে। কিন্তু সে একটা খায়লো সকালে একটা খায়লো দুপুরে। আর একটা নয়টায় খায়য়া শুয়ে পড়লো। নয়টা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত আর

প্রশ্নর্কতা:আর নাই। তাহলে এটা একটা চ্যালেঞ্জ না ভাইজান?

উত্তরদাতা: চ্যালেঞ্জ।

প্রশ্নর্কতা:এটা তো একটা সমস্যা। তাহলে এটা কিভাবে সমাধান করা যায়?

উত্তরদাতা:এটা সমস্যার সমাধান এখন, এখন যদি বলি, যে ভাই, তোমার তো এটা এই এমোক্সিসিলিন, ফাইমক্সিল এটা আট ঘন্টা পরপর খায়তে হবে। তুমি সকালে খায়বা ঐখান থেকে অট ঘন্টা পরে আরেকটা খায়বা। ঐখান থেকে আটঘন্টা পরে তুমি আরেকটা খায়বা। তখন দেখা যাবে যে, তার রাত একটার সময় বা দেড়টার সময় ঔষধ খায়তে হয়। তো এখন বলবে যে, তুমি বেজায় একটা নিয়ম দিছো আমারে। আমি ঐ একটার সময় ঘুমের থেকে উইঠা আমি ঔষধ খাবো। এখন এটা সবার ক্ষেত্রেই মানে এটা দেখা যাচ্ছে যে, রাত দশটার পরে মানুষ শুইলে আর উইঠা তো আর

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা কতার ঔষধ খাওয়ার জন্য তার জন্য একটা চ্যালেঞ্জ না? আমাকে যে দিল, আমি তো এটা টাইম মেইনটেইন করতে পারছিনা। তাহলে এটা একটা চ্যালেঞ্জ হতে পারে। আর মানে এন্টিবায়োটিক খাওয়ার ক্ষেত্রে এরকম চ্যালেঞ্জ আর কি হতে পারে? মানে আর কি কি সমস্যা হতে পারে? যে টাইমটা মেইনটেইন করা তার পক্ষে, এটা কি সম্ভব? ৩৫:০০

উত্তরদাতা:নীরব রয়লেন।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ভাইজান, আমরা সামনে আগাই। তো যেটা বলছিলাম যে, নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে এখন একটু কথা বলতে চাচ্ছি। যে সাধারন ঔষধের বিশেষ করে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে যে মানে আপনারা এরকম কোন অফিস থেকে কোন মানে নিয়ন্ত্রনকারী কোন সংস্থা এরকম কোন অফিস আছে? আপনি জানেন?

উত্তরদাতা:না। আমার জানা নেই।

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সর্ম্পকিত এমন কোন সরকারি নীতিমালা সর্ম্পকে আপনি কি জানেন? এন্টিবায়োটিক এর যে ইউজ, ব্যবহার, এটার সাথে সরকারী কোন নীতিমালা আছে কিনা এই বিষয়ক কোন নীতিমালা আছে কিনা, আপনার জানা আছে?

উত্তরদাতা:থাকতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:থাকতে পারে। কিন্তু আপনি কনফার্ম নাকি কনফার্ম না? নিশ্চিত নাকি

উত্তরদাতা:আমি পাইনি।

প্রশ্নর্কতা:আপনি পাননি? তো আমি যেটা বলছিলাম যে, নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা বলতে কিন্তু ঐযে ড্রাগ সুপার যে অফিসটা আছে, ঐযে সরকারী একটা ড্রাগ সুপারের কার্যালয় আছে। ঐখান থেকে ড্রাগ সুপার টুপার কেউ আসে কোন সময়? ভিজিটে আসে?

উত্তরদাতা:হ্যা। তারা পরিদর্শক করার জন্য আসে।

প্রশ্নর্কতা:পরিদর্শক, কতদিন পরপর আসে উনারা?

উত্তরদাতা:এটা ঠিক নেই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন মাসে কয়বার বা বছরে কয়বার?

উত্তরদাতা:অত তো ভাই ইয়ে করে রাখিনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে কতবার আসে, একটা এভারেজ।

উত্তরদাতা:বছরে হয়তো তিন চারবার আসে।

প্রশ্নর্কতা:আসে। এসে কি দেখে তারা?

উত্তরদাতা:এসে দেখে ঔষধের মান, ডেট বা ঔষধের যে ষ্টোর আছে, ঘরটা ঠিক আছে কিনা। ঔষধ নির্ধারিত ঠান্ডা বা আলো বাতাস আছে কিনা। এটা দেখে। বা ঔষধ কোন নিবন্ধন ছাড়া কোন কোম্পানির ঔষধ আছে কিনা। নিম্ন মানের কোন কোম্পানির ঔষধ আছে কিনা। মেয়াদোর্ত্তীন কোন ঔষধ আছে কিনা। এগুলো তারা দেখে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক বিক্রি করার জন্য একটা নীতিমালা বা নৈতিক আচরনবিধির প্রয়োজন আছে?

উত্তরদাতা:শুধু এন্টিবায়োটিক নয়, প্রত্যেক ঔষধের জন্য একটা নীতিমালা বা একটা আচরনবিধির দরকার আছে।

প্রশ্নর্কতা:কেন দরকার?

উত্তরদাতা:কেন, এটা হয়তো মনে করেন যে, এখন বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে মুদির দোকানে ঔষধ পাওয়া যায়। আমার দোকানে যে ঔষধ আছে, দেখি মুদির দোকানে এই ধরনের ঔষধ অনেক। চা স্টলে দেখা যায় যে ঔষধ চা স্টলে বিক্রি হয়। এখন এগুলা

নীতিমালা দরকার। মানুষ যারা মেডিসিন সর্ম্পকে ধারনা আছে, সেই মেডিসিন বিক্রি করবে। এই মুদি দোকানে বা চা ওয়ালা এরা বিক্রি করে এটা নীতিমালার বাহিরে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এটা একটা লাভ। যার ধারনা আছে সে বিক্রি করবে। তাহলে কি লাভ হবে?

উত্তরদাতা:তখন লাভ হবে মনে করেন যে হয়তো মুদি দোকানদারটা জানেনা যে, এই ঔষধ খায়লে যেমন মনে করেন যে, ফ্লুক্টামোক্সাজল, যার এলার্জি আছে, তার ক্ষেত্রে খায়লে হয়তো তার ঝুঁকিপূর্ন সমস্যা হয়ে যাবে। তার ঝুঁকিও আসতে পারে। কিন্তু মুদিওয়ালা তো আর জানেনা যে, এই এলার্জিতে ফ্লুক্টামোক্সাজল দেওয়া যাবেনা। আর যারা মোটামুটি প্রাথমিক চিকিৎসক বা মেডিসিন সর্ম্পকে যারা ধারনা নিয়েছে,তারা অবশ্যই জিজ্ঞেস করবে যে ভাই, আপনার কি এলার্জি আছে? যদি এলার্জি থাকে, তবে ঐ ক্ষেত্রে সে ফ্লুক্টামোক্সাজল ব্যবহার করবে না। এটা একটা লাভ।

প্রশ্নর্কতা:একটা লাভ। আর কোন লাভ আছে ভাইজান?

উত্তরদাতা:আর ধরনের লাভ মনে করেন যে, এইযে আমরা ব্যবসা করি আমরা সরকারের ভ্যাট দিয়ে ব্যবসা করি। এক্ষেত্রে সরকার আমার লাইসেন্স নবায়ন করতে গেলে যে সরকার যে নবায়ন করতে গেলে সরকার যে ফি পায়তেছে, তারপর আমার ট্রেড লাইসেন্স করি, ঐ জায়গায় সরকার ফি পায়তেছে। মুদির দোকানদারের থেকে তো সরকার কিছু পায়তেছেনা।

প্রশ্নর্কতা:মানে সরকারও তাহলে লুজার হচ্ছে এখানে? আচ্ছা। ভাইজান, আপনার কাছে কি মনে হয় এমন কোন সেবাদানকারী আছে যারা অযৌক্তিকভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে? মানে ধরেন এন্টিবায়োটিক না দিলেও হয়। একজন রোগী আসলো। তাকে সে এন্টিবায়োটিক লিখে দিচ্ছে। কিছুক্ষন আগে অবশ্য বলতেছিলেন বিষয়টা নিয়ে। যে এটা কি মনে হয় আপনার কাছে? এরকম কি করে কেউ?

উত্তরদাতা:এটা ভাই, ব্যবসা, পল্লী চিকিৎসক এদরতো আর কেউ ঐ ভিজিট ফি দেয়না। যে ডাক্তাররা যে ফি, ঐ ফি তো আর দেয়না। হয়তো একটা রোগী আসলে হয়তো তার কাছে দুইশো টাকার ঔষধ বিক্রি করলে ঐ জায়গায় হয়তো বিশ টাকা ব্যবসা করে তার চলতে হয়। এখন হয়তো আমি করিনা। অনেকে হয়তো করতে পারে। বা দেখি অনেকেই বলে যে অমুকের কাছে গেছিলাম। এটা দিছে। দেখি সেক্ষেত্রে এটা না দিলেও চলতো আরকি। ঐডা এখন সে তার বাঁচার তাগিদে মানে একটা ইয়ে তি তাকে তো আর পঞ্চাশ টাকা ইয়ে দেয়না। ফি দেয়না। এখন তো তার মেডিসিনের উপর থেকে ৪০:০০

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে যে বেনিফিটটা হবে

উত্তরদাতা:ঐ দশ বিশ টাকা, সে তার বাল বাচ্চা নিয়ে চলতে হয়। এই ভুলটা হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:তার মানে আপনি মনে করতেছেনযে, এটা কেন করে শুধুমাত্র এখান থেকে কিছু টাকা আসলে সে বেনিফিটেড, লাভবান হবে, এজন্য। মানে রোগীর লাভের চেয়ে মানে সরবরাহকারী যিনি দিচ্ছেন, তার আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে তাহলে এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে।

উত্তরদাতা:না। এটা সবাই লিখেনা। এটা লিখেওনা। কেউ মনে করেন এখন হয়তো এটা এক্ষেত্রেই তার ভুল হয়, যে হয়তো তার রোগ চিনতে ভুল হয়ছে। ঐ ক্ষেত্রে সে ঐ জায়গায় এন্টিবায়োটিক লাগেনা। কিন্তু সে একটা এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিছে।তার রোগ চেনায় ভুল হয়ছে।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরতে পারে নাই।

উত্তরদাতা:ধরতে পারে নাই। হয়তো আপনার রোগীর এন্টিবায়োটিক দরকার না ঐক্ষেত্রে। তার পেটের দায়ে এন্টিবায়োটিক তাকে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ কি এটা করে?

উত্তরদাতা:না। এটা তার অনভিজ্ঞতার জন্য করে। হয়তো যে তার ইনফ্লুয়েঞ্জা, হালকা একটু ঠান্ডা কাশি, ঐ ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক দরকার নাই। হয়তো সেক্ষেত্রে হয়তো সে মনে করতেছে তার ভিতরে কোন নিউমোনিয়া বা কফ টফ জমা হয়ছে। ব্রঙ্কাইটিস। এটা ভুল ভাইবা হয়তো একটা এন্টিবায়োটিক দেয় আরকি। এটা তার লাভের জন্য না, ঐটা হয়তো তার অভিজ্ঞতার জন্য দেয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অভিজ্ঞতার সমস্যার জন্য। আপনি কি মানে ভোক্তার অধিকার সর্ম্পকে জানেন? যে ভোক্তার অধিকার এটা শুনেছেন? কনজিউমার রাইটস?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:যে ভোক্তা আসলে কারা? এানে যে ভোগ করতেছে, তাকে যদি আমরা ভোক্তা বলি, তাহলে তার যে একটা অধিকার, এইযে ভোক্তার অধিকার এ সর্ম্পকে শুনছেন আপনি কিছু?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। একটা প্রেসক্রিপশনে বা ব্যবস্থাপত্রে যাতে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা যথাযথভাবে লেখা হয় যে এন্টিবায়োটিকটা কিভাবে খাবে বা কি করবে, তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন? সঠিকভাবে যাতে এন্টিবায়োটিকটা ইউজ হয়, এটা কিভাবে খাবে বা ইয়া করবে, এটা কিভাবে লেখা যেতে পারে?

উত্তরদাতা:এটা এন্টিবায়োটিক হয়তো ইংরেজিতে লিখলো, বা ডোজটা বাংলায় বা খাওয়ার নিয়মটা বাংলায় স্পষ্ট লিখলে রোগী সে নিজে ঐটা বুইঝা খেতে পারে।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে লেখাটা স্পষ্ট হতে হবে যেন সে বুঝে খায়তে পারে। এটা একটা হলো। আর কি হতে পারে। প্রেসক্রিপশনে আর কোন জিনিষগুলা, আপনারা তো বিভিন্ন প্রেসক্রিপশন পান না, যে অনেক সুন্দর করে ডাক্তাররা এখন লিখে, অনেক কিছু লিখে, তো অনেকগুলা যে বিষয় থাকে, তো কি কি বিষয় থাকে আর কোন কোন নতুন বিষয়গুলা এখানে যুক্ত করলে এখানে ভালো হয়? আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে যদি একটু বলেন।

উত্তরদাতা:বুঝতে পারি নাই, ভাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ধরেন একটা প্রেসক্রিপশন আপনার কাছে আসলো। এখানে রোগের নাম লেখা থাকে অনেক সময়। অনেক সময় হচ্ছে যে ঔষধ দিচ্ছে, বাংলায় লিখে দিচ্ছে। আপনি বললেন যে, বাংলায় লিখে দিবে নির্দেশনাগুলো। নামটা যদি ইংলিশে দেয়ও, আর কোন কোন জিনিস, আরো তথ্য বা কি জিনিস দিলে প্রেসক্রিপশনটা আরো সমৃদ্ধ হয়, আরো ভালো হয়?

উত্তরদাতা:এখন আপনার ঐযে টেষ্ট বা রোগ ঐগুলা তো রোগীরও বুঝারও ইয়ে থাকেনা। অনেক সময় আমাদেরও ঐটা অর্থের বাহিরে।

প্রশ্নর্কতা:কি সমস্যা হয়?

উত্তরদাতা:ঐটা সম্বন্ধে আমাদের মানে ঐযে কোন টেষ্টে কি

প্রশ্নর্কতা:না। ঐটা তো না। আমি বলছি যে পরার্মশ। পরার্মশ যে লিখে ডাক্তার, মানে পরাম্যশ লেখার ক্ষেত্রে আর কি কি মানে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত প্রেসক্রিপশন এর মধ্যে? পরার্মশ, এডভাইজ লিখে না?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:একটা প্রেসক্রিপশনে। সে এডভাইজ মানে আর কি কি লেখা যেতে পারে? কিছু তো এডভাইজ আপনারা এখানে দেখেন।

উত্তরদাতা:হয়তো তার চলাফেরার গতি, এই জিনিস খাওয়া যাবেনা, এই আবহাওয়ায় চলতে হবে, এই পরিবেশে থাকতে হবে। এগুলা ভালোভাবে লিখে দিলে সে বুঝতে পারবে যে আমার তো হয়তো এটা খাওয়া যাবেনা, আমার এই পরিবেশে চলা যাবেনা। আমার এটা ব্যবহার করা যাবেনা। এগুলা রোগীর পক্ষে একটু ভালো হয় আরকি।

প্রশ্নর্কতা:ভালো হয়। আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন যে, ড্রাগ বা ঔষধ কোম্পানিগুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাবিত করে? যে মানে তারা আপনাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করে যে, এন্টিবায়োটিক দেন, আমাদের এন্টিবায়োটিক লিখেন বেশী করে। বা এন্টিবায়োটিক রোগীরা যেন খায়, এজন্য আপনাদেরকে উৎসাহিত করে?

উত্তরদাতা:না। এটা আমি শুনছি। আমার জানামতে নাই।

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ কোম্পানি বা এম আর রা আসেনা?

উত্তরদাতা:এরা আসে আমাদের কাছে আমরা তো আর ডাক্তার না। আমাদের আইসা ভিজিট করেনা।

প্রশ্নর্কতা:এমনে ভিজিট করেনা, কথাবার্তা বলে না?

উত্তরদাতা:এমনি কথার্বাতা বলে। আমাদের অর্ডার নেয় যে কি লাগবে, এটা। আমাদেরতো আর ভিজিট করেনা। ভিজিট করে ডাক্তার।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক যেন আপনারা বেশী করে দেন, এজন্য উৎসাহিত করে? বলে?

উত্তরদাতা:না। আমরা তো আর এন্টিবায়োটিক, আমরা তো আর ডাক্তার না। ডাক্তারদের হয়তো বলে। এটা আমি শুনছি। এটা আমি দেখি নাই। যে রিকোয়েষ্ট করে। আমি শুনেছি যে, স্যার আমারটা লিখেন, স্যার, আমারটা লিখেন।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। এরকম করে?

উত্তরদাতা:আমি শুনেছি। আমি দেখি নাই।

প্রশ্নর্কতা:আপনার কাছে যারা আসে, ওরা কোন সময় বলে নাই?

উত্তরদাতা:না। আমি তো আর ডাক্তার না। আমার কাছে আসে যে, ভাই, আমার এই কোম্পানি। আমার এই ঔষধ। আপনার কোন শর্ট আছে কিনা। যদি আমার শর্ট থাকে, তাহলে আমি অর্ডার দিই।

প্রশ্নর্কতা:লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য সাধারন জনগন কোথায় যেতে বেশী পছন্দ করে? সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি ক্লিনিক, নাকি আপনাদের কাছে আসতে বেশী পছন্দ করে?

উত্তরদাতা:এখন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আমাদের কাছেই আসে। তার বাদে দেখা যায় যে, একটু রোগটা জটিল বা একটু ইয়ে তাহলে প্রথম অবস্থায় কমই থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যায়। তার বাদে এখন ক্লিনিকের দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশী।

প্রশ্নর্কতা:মানে কেন তারা ক্লিনিকে যায় বেশী?

উত্তরদাতা: ক্লিনিকে যায় হয়তো ঐখানে ভালো ভালো ডাক্তার আসে। রোগের ভালো চিকিৎসা হয়। এই আশরা করেই যায়।

প্রশ্নর্কতা:কিন্তু খরচপাতি কোনটা একটু বেশী বা

উত্তরদাতা:খরচপাতি আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিই। আমরা শুধুমাত্র মেডিসিনের যা দাম, ঐটাই দিই। তার থেকে মনে হয় বিশ টাকা দাম হলে তার থেকে দুই টাকা কম দিয়ে আমাকে। থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তারা তো আর সেবায় কোন পয়সা নেয়না। তারা হয়তো মেডিসিন থাকলে দেয় আর নাহলে হয়তো লিখে দেয়।

প্রশ্নর্কতা: এন্টিবায়োটিক দেয় ওরা?

উত্তরদাতা:ওরা এন্টিবায়োটিক থাকে যদি ওদের কাছে তাহলে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:ফ্রি দেয়?

উত্তরদাতা:ফ্রিতে দেয়।

প্রশ্নর্কতা:আর ইউনিয়ন লেবেলে কিছু আছে এরকম কোন? হসপিটাল বা কিছু আছে?

উত্তরদাতা:ইউনিয়ন লেবেলে আছে। কিন্তু ঐ ধরনের প্রেসক্রিপশন আমার কাছে আসেনা।

প্রশ্নর্কতা:ঐখানে কোন এন্টিবায়োটিক উনারা দেয় ইউনিয়ন লেবেলে?

উত্তরদাতা:এটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:জানা নাই। আচ্ছা। মেয়াদোর্ত্তীন বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক যেগুলা আপনাদের দোকানে থাকে, যেমন এক্সপায়ার ডেট চলে গেছে, এগুলাকে আপনারা কি করেন?

উত্তরদাতা:এগুলা আমরা ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:ফেলে দেন? কোথায় ফেলেন?

উত্তরদাতা:এটা আমি নষ্ট করে দিই একেবারে।

প্রশ্নর্কতা:কিভাবে নষ্ট করেন? যদি একটু খুলে বুঝায়ে বলেন?

উত্তরদাতা:হ্যা?

প্রশ্নর্কতা:ধরেন একটা ঔষধের আপনি দেখলেন যে, আজকে হঠাৎ চোখে পড়লো, যে এটা তো আর গত দুইদিন হয়ছে, এটার মেয়্দ চলে গেছে। বা এটা কালকেই মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করেন?

উত্তরদাতা:আমার তো ছোট দোকান। আমার এই সমস্যঅ খুব কম হয়। যদি দুই চারটা ইয়ে হয়, তাহলে এমনি মনে করেন যে, ট্যাবলেট খুইলা ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে ফেলেন কোন জায়গায়? জায়গাটা কোন জায়গায়?

উত্তরদাতা যে কোন এক জায়গায় ফেলে দিই।

প্রশ্নর্কতা:মানে বাইরের রোডে টোডে নাকি কোন জায়গায় ফেলেন?

উত্তরদাতা:একদিকে নিরিবিলি জায়গায় ফেলি।

প্রশ্নর্কতা: নিরিবিলি জায়গায় ফেলে দেন? মানে ঐটা কি ঔষধ ফেলার নির্দিষ্ট জায়গা নাকি এমনে খোলা জায়গা বা

উত্তরদাতা:ঐরকম ঔষধ ফেলার জায়গা, মনে করেন বাড়ির আনাচে কানাচে ফেলি।

প্রশ্নর্কতা:আশেপাশে ফেলেন? বেশীরভাগ সময়ে তাই করেন?

উত্তরদাতা:না। ঐধরনের আমার হয়ই না। মানে আমার ছোট পুঁজি। আমি ঐ ধরনের মানে ট্যাবলেট, আমি এক বক্স ট্যাবলেট কখনো কিনিনা। আমি দশ বিশটা করে কিনি। ঐটা আমি বিক্রি করে ফেলাই।

প্রশ্নর্কতা:কোন সময় কি ঔষধ কোম্পানি বা কোন জায়গা থেকে এসে এরা এরকম নিয়ে যায় মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে?

উত্তরদাতা:ওরা অনেক কোম্পানি হয়তো , অনেক কোম্পানি বলে যে, আমার কোম্পানির ঔষধ মেয়াদোর্ত্তীন হলে আমি নিয়ে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:যেমন, এরকম কোন কোম্পানি আছে? কারা বলছে আপনাকে এ কথা?

উত্তরদাতা:আমাকে বলেছে এরিষ্টোফার্মা।

প্রশ্নর্কতা:এরিষ্টোফার্মা। মানে মেয়াদোর্ত্তীন হলে ওরা নিয়ে যায়। নিয়ে গিয়ে ওরা কি করে এটা?

উত্তরদাতা:আমি বাই জিজ্ঞেস করি নাই। আমি তাকে দিইও নাই। সে আমাকে বলেছে যে, আমার কোম্পানি ঔষধ যদি মেয়াদোর্ত্তীন হয়, তাহলে আমি নিয়ে যাবো।

প্রশ্নর্কতা:উনি নিজেই বলছে এটা। অফার দিছে। খুবই সুন্দর। তো আপনি কি গৃহপালিত পশু বিশেষ করে মানে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি এগুলার জন্য কোন এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উত্তরদাতা:না। আমি এই ধরনের কোন এন্টিবায়োটিক এখন বিক্রি করিনা। আমি এন্টিবায়োটিক ঐটা, এন্টিবায়োটিক ই। মনে করেন যে, টেট্রাসাইক্লিন যেটা, রেনাটার রেনামাইসিন ঐটা আমার কোন প্র্যাক্টিস রোল বিক্রি করতে হয়না। ঐটাই আমি বিক্রি করি। আর গরুর কৃমিনাশক ঔষধ যেটা মানুষে চায়য়া নেয়, ঐটা বিক্রি করি।

প্রশ্নর্কতা:মানে এন্টিবায়োটিক যে ঔষধগুলা, ঐগুলা আপনারা কোথা থেকে পান? কোন জায়গা থেকে আসে?

উত্তরদাতা:আমি হোল সেলার দোকান থেকে কিনে আনি।

প্রশ্নর্কতা:কিনে আনেন? কোন জায়গায় এগুলা দোকান?

উত্তরদাতা:এই বাজারেই আছে।

প্রশ্নর্কতা:বাজারে আছে। নিজে কিনে আনেন নাকি অন্য কেউ দিয়ে যায় আপনাকে? কোম্পানি দিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:যাদের বড় পুঁজি, তারা কোম্পানির সাথে ব্যবসা করে। আমার পুঁজি শর্ট, আমি

প্রশ্নর্কতা:সবসময় কি নিজেকে আনতে হয় নাকি ওরা দিয়ে যায়? কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন যে অর্ডার দিলে দিয়ে যায়?

উত্তরদাতা:অর্ডার করলে দিয়ে যায়। কোম্পানির গাড়ি আসে।

প্রশ্নর্কতা বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কি দিয়ে যায় নাকি নিজেকে যেয়ে আনতে হয়?

উত্তরদাতা:না। কোম্পানির অর্ডার যারা করে ওদের ঔষধ ঘরেই পৌঁছে দেয়। ৫০:০০

প্রশ্নর্কতা: ঘরেই পৌঁছে দেয়। তো ভাইজান, এন্টিবায়োটিক, আপনার এখানে যে এন্টিবায়োটিকগুলো আছে, বিশেষ করে হিউম্যান মানুষের ক্ষেত্রে। তো আমি একটু এন্টিবায়োটিকগুলার লিখবো। একটু কষ্ট করে আমাকে প্রতিটা এন্টিবায়োটিক যদি একটু দেখান, বিশেষ করে গ্রুপ অনুযায়ী। যদি একটু দেখান তাহলে আমি তার, বানান ভুল এজন্য আমি একটু নামগুলা লিখে নিবো। নামগুলা লিখে নিবো আর আপনার কোনটা কোন জেনেরেশনের ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন, থার্ড জেনেরেশন এটা একটু বলবেন। আর যে সমস্ত এন্টিবায়োটিক আছে, সচরাচর আপনি যেটা বেশী দিয়ে থাকেন, ঐ বিষয়টা আমাকে একটু বলবেন আরকি। তো শুরু করেন তাহলে ভাইজান, মানুষের যে এন্টিবায়োটিক আছে। একটা একটা নেন। আমি জাষ্ট লিখে নিই। আমার একটা কাগজ আছে। আমি লিখে নিচ্ছি এটাতে। ঠিক আছে?

উত্তরদাতা:এটা কি এন্টিবায়োটিক?

প্রশ্নর্কতা: যেকোন এন্টিবায়োটিক। বিভিন্ন গ্রুপের আছে

উত্তরদাতা:আমরা যেগুলি বিক্রি করি?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। বিক্রি করেন। আপনার দোকানে যেগুলা এন্টিবায়োটিক এভেইলএবল আছে, ওর মধ্যে থেকে একটু লিখে নিবো আরকি। আনেন ভাইজান। একটা একটা নেন। তাহলে আমি শুরু করি। এটা হচ্ছে লিওফ্লক্সিন। পাঁচশো এমজি। আনেন আরেকটা আনেন। আমি এটা লিখে ফেলি। লিওফ্লক্সিন। এটা হচ্ছে পাঁচশো এমজি।

উত্তরদাতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিন।

প্রশ্নর্কতা:সিপ্রোফ্লক্সাসিন, পাঁচশো এমজি। জ্বী, ভাইয়া পরে। স্কয়ারের। জ্বী। এটা হচ্ছে

উত্তরদাতা:এমিক্সিট

প্রশ্নর্কতা:এমিক্সিট

উত্তরদাতা:আর লাগবো?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। যা আছে আপনার দোকনে?

উত্তরদাতা:আমার কাছে এই আছে।

প্রশ্নর্কতা:আর যেটা যেটা আছে, ভাইজান। প্রতিটা গ্রুপ অনুযাযী আর গ্রুপ অনুযায়ী। ইনজেকশন ফরমে বা সিরাপ ফরমে থাকলে অসুবিধা নাই। কিন্তু প্রত্যেক গ্রুপটাই যেন আসে আরকি। ভাইজান, ফার্মেসির নাম কি বললেন ভাইজান? মেহেদি। আটাশ,সাতাশ। মেহেদি ফার্মেসি। জিম্যাক্স। হ্যা। ভাইজান। আর কি আছে, আনেন, একটু। আর? লেবুসেফ, না?

উত্তরদাতা:লেবুসেফ।

প্রশ্নর্কতা:এটা কিসের ঔষধ?

উত্তরদাতা:এই এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নর্কতা:নাম শুনিনি আগে। লেবুসেফ। দুইশো পঞ্চাশ এমজি। লেবুনানিক এসিড। আর? এই সাইডের শেলফে এদিকে দেখতে পারেন। অবশ্য এদিকে তো সিরাপ। এদিকেও দেখতে পারেন। এডোরা। আর? ফাইমক্সিল। পাঁচশো এমজি । এটা হচ্ছে মোক্সাক্লেব। এমোক্সিসিলিন হচ্ছে, এটা হচ্ছে ডক্সিক্যাপ। ডক্সিসাইক্লিন। ভাইজান এটা? টেট্রাসিনা। টেট্রাসাইক্লিন হাইড্রো ক্লোরাইড। আর কিছু? এই পাশের শেলফে, ঐযে উপরে। ফাইমক্সিল। ক্লুব্যাক। আর কিছু আছে? এইযে ডমিলাক্স।

উত্তরদাতা:ডমিলাক্স তো দিছে।

প্রশ্নর্কতা: কোন গ্রুপের?

উত্তরদাতা:ডনপিরিডন।

প্রশ্নর্কতা:ডনপিরিডন তো আসে নাই। এন্টিবায়োটিক আর কি আছে, দেখেন না একটু ভাইজান কষ্ট করে।

উত্তরদাতা:এন্টিবায়োটিক আর দেখিনা তো।

প্রশ্নর্কতা:ক্লুব্যাক পাঁচশো। একটু চক্কর দিয়ে দেখেন।

উত্তরদাতা:না। ও আরেকটা

প্রশ্নর্কতা:ফ্লুকক্সাসিলিন। কট্রিম। ময়লা হয়ছে, না?

উত্তরদাতা:হ্যা। ময়লা।

প্রশ্নর্কতা: কট্রিম ডিএস। এটা হচ্ছে কোন ইয়া?

উত্তরদাতা:ফ্লুক্টামোক্সাজল

প্রশ্নর্কতা:সালফা জল বিপি। আটশো এমজি। আর হচ্ছে ট্রাইমেটো বিপি একশো ষাট বিপি। ভাইজান, আর?

উত্তরদাতা:আর নাই।

প্রশ্নর্কতা:একটু দেখবেন কষ্ট করে?

উত্তরদাতা:না। আর নাই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে এবার একটু আসেন। একটু বলেন যে নিওফ্লক্সাসিন, এটা কোন জেনেরেশন? ফার্স্ট জেনেরেশন, সেকেন্ড জেনেরেশন নাকি থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:এর সম্বন্ধে জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:তবুও আপনার কাছে যেটা মনে হয় এটা এন্টিবায়োটিকের ভাগ আছে না? এই গ্রুপের যে এন্টিবায়োটিক, এটা ফার্স্ট জেনেরেশন নাকি সেকেন্ড জেনেরেশন। প্রথমে আসছে নাকি দিত্বীয় নাকি তৃতীয়

উত্তরদাতা:এগুলা সাধারনত অনেক পরেই ব্যবহার হয়।

প্রশ্নর্কতা:মানে এটা কোন জেনেরেশন তাহলে? এন্টিবায়োটিক তো ভাগ ভাগ আছে। ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড

উত্তরদাতা:না। ঐটা আমার জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:কোনটাই বলতে পারবেন না? কোনটা কোন জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:এইযে পেনভিক, তারপর মিটসেফ, এগুলা?

উত্তরদাতা:না। এগুলা সর্ম্পকে আমার বেশী জানা নাই।

প্রশ্নর্কতা:মানে কোন আইডিয়া নাই? ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড জেনেরেশন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:কোনটা আপনি সচরাচর বেশী দিয়ে থাকেন? এইযে লিখেন

উত্তরদাতা:আমার প্রাথমিক চিকিৎসা হলো

প্রশ্নর্কতা:কোনটা দেন?

উত্তরদাতা:এই পেনভিক। ফাইমক্সিল আর ফ্লুক্টামোজল

প্রশ্নর্কতা:কোনটা কোনটা দেন? এটা দেন? এক দেন?

উত্তরদাতা:না। সিপ্রোফ্লক্সাসিন।

প্রশ্নর্কতা: সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেন। এক দেন। সিপ্রোফ্লক্সাসিন দেন, তারপর?

উত্তরদাতা:পেনভিক।

প্রশ্নর্কতা:এটা দেন? পেনিভক?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:এটা দেন আর পেনভিক দেন। এমোক্সিসিলিন, এজিথ্রোমাইসিন দেন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: এমোক্সিসিলিন দেন। এইযে এমোক্সিসিলিন, মানে এটা।

উত্তরদাতা:ফাইমক্সিল।

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। ফাইমক্সিল দেন। আর? এগুলা দেন কিছু? এজিথ্রোমাইসিন এইযে তারপর হচ্ছে ডক্সিসাইক্লিন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা: ডক্সিসাইক্লিন দেন না? টেট্রা

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:ফ্লুকক্সাসিলিন?

উত্তরদাতা:---১:০০:৩৮

প্রশ্নর্কতা:আর হচ্ছে কট্রিম?

উত্তরদাতা:হ্যা। কট্রিম দিই।

প্রশ্নর্কতা:তাহলে ভাইজান এখন যদি একটু বলেন যেমন এইযে এক নাম্বার যে ঔষধটা দিচ্ছেন সিপ্রোফ্লক্সাসিন। এটা কোন কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:এটা হলো মনে করেন যে, ঐ জ্বর আর পস্রাবের সমস্যা থাকলে।

প্রশ্নর্কতা: পস্রাবের সমস্যা কি বলতেছেন ইউরিনাল কি?

উত্তরদাতা:হ্যা। ইউটিআই

প্রশ্নর্কতা:ইউটিআই নাকি?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:ইউরিনাল ইনফেকশন যেটা। আর ইয়ের ক্ষেত্রে অসুখের ক্ষেত্রে দেন এটা? সিপ্রোফ্লক্সাসিন?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:তারপর এটা কখন দেন?

উত্তরদাতা:পেনভিক?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। পেনভিক।

উত্তরদাতা:এটা ঐযে ঘা পাচড়া

প্রশ্নর্কতা:ঘা, ইনফেকশন। তারপর?

উত্তরদাতা:আর ঐ ঠান্ডা

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা আর?

উত্তরদাতা:আমার আর

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ফাইমক্সিল কখন দেন ভাইজান?

উত্তরদাতা:ফাইমক্সিল ঐটা ঠান্ডা কাশিতে ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:ঠান্ডা কাশি, কোল্ড কাফ আর?

উত্তরদাতা:ঠান্ডা জ্বরে।

প্রশ্নর্কতা:কোল্ড ফিবার। আর? তারপর এইযে যেটা ইয়ে বললেন ফ্লুফ্লক্সাসিলিন। এটা কিজন্য দেন?

উত্তরদাতা: ফ্লুফ্লক্সাসিলিন ইনফেকশন জনিত ঘা যেগুলি।

প্রশ্নর্কতা:ইনফেকশন। তারপরে?

উত্তরদাতা:ঐ সমস্ত ঘা এর জন্য ব্যবহার করি।

প্রশ্নর্কতা:শুধু ঘা। আর কোন রোগের জন্য দেন?

উত্তরদাতা:ঐ চর্মরোগের ক্ষেত্রে

প্রশ্নর্কতা:স্কিন ডিজিজ। আর? আর হচ্ছে এটা কট্রিম?

উত্তরদাতা:এটা হলো জ্বরের ক্ষেত্রে।

প্রশ্নর্কতা: জ্বরের ক্ষেত্রে কট্রিম ডিএস। ফিবার

উত্তরদাতা:আর হলো হয়তো যদি আমাশয় হয়ে থাকে।

প্রশ্নর্কতা:ডিসেন্ট্রি। এটা এরজন্য দেন। মোটামুটি শেষ হয়ে আসছে। মানে আপনি কি তাহলে জেনেরেশনের বিষয়ে কোন তথ্য জানেন না, এটা কোন জেনেরেশনের, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড?

উত্তরদাতা:ঐগুলি ভাই আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা করি।

প্রশ্নর্কতা:এমনি কি কোন আইডিয়া আছে? যেমন এটা, সিপ্রোফ্লক্সাসিলিনটা কোন ফার্স্ট জেনেরেশন নাকি সেকেন্ড জেনেরেশন নাকি থার্ড জেনেরেশন? কোনটাই জানা নাই? কোনটাই বলতে পারবেন না?

উত্তরদাতা:না। সরি।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। অসুবিধা নাই। যেটা বলতেছিলাম যে ভাইজান, প্রাথমিক কিছু আলোচনা আমাদের ছিল,ে সটা হচ্ছে যে, মানে আপনি যে এখানে ঔসধ বিক্রি করেন মুলত কোন কোন ধরনের, মানুষ এবং গবাদি পশুর মানে দুই ধরনের ঔষধ তো আপনার এখানে আছে?

উত্তরদাতা:মানুষের ঔষধই আছে। গবাদি পশুর এটা সামান্য দুই পদ ঔষধ।

প্রশ্নর্কতা:কি কি জানি বলছিলেন ভাইজান?

উত্তরদাতা:ঐযে এই গরুর কৃমিনাশক ঔষধ আর হাঁস মুরগির যে রানীক্ষেতের জন্য যে

প্রশ্নর্কতা:ঔষধ?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:তো আপনি কতদিন ধরে মানে এই পেশায় আছেন?

উত্তরদাতা:আমি

প্রশ্নর্কতা:এন্টিবায়োটিক ঔষধ বিক্রি করা প্লাস এই পেশার সাথে।

উত্তরদাতা:আমি এন্টিবায়েটিক বা আমার মোটামুটি চৌদ্দ বছর।

প্রশ্নর্কতা:চৌদ্দ বছর? অনেকদিন। চাঁদ বছর বছর ধরে আছেন। ঔষধ প্লাস এন্টিবায়োটিক এগুলা বিক্রি করতেছেন। তো এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা দেওয়ার জন্য আপনিে কান ধরনের ট্রেনিং করেছেন কোথাও?

উত্তরদাতা:আমি এলএমএফ কোর্স করছি। আর হয়তো আমি গ্রামে যে পল্লী চিকিৎসক, উনার কাছে আমি দুই বছর থেকে প্র্যাক্টিস করে তারপর এসেছি।

প্রশ্নর্কতা:কোন জায়গায় এটা, কোন ডাক্তার?

উত্তরদাতা:এটা কাঞ্চনপুর দক্ষিন পাড়া। ডাক্তার আব্দুল হক।

প্রশ্নর্কতা:উনি কি পল্লী চিকিৎসক নাকি এমবিবিএস?

উত্তরদাতা: উনি পল্লী চিকিৎসক। দুইবছর ঐখানে ছিলেন?

প্রশ্নর্কতা:হ্যা। মানে আপনি কি ঔষধ বিষয়ক কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেছিলেন, কোন পরীক্ষা দিয়েছিলেন পরীক্ষা বিষয়ক। ঔষধ নিয়ে। কোন পরীক্ষা?

উত্তরদাতা:না।

প্রশ্নর্কতা:দেন নাই। আর এমনে আপনি পড়াশোনা কতটুক করেছেন ভাই?

উত্তরদাতা:আমি অষ্টম শ্রেনী পাস করছি।

প্রশ্নর্কতা: অষ্টম শ্রেনী পাস করেছেন। আপনার দোকানে কি লাইসেন্স আছে?

উত্তরদাতা:হ্যা। আমার ড্রাগ লাইসেন্স।

প্রশ্নর্কতা:লাইসেন্স, কোন জায়গা থেকে করছেন এটা?

উত্তরদাতা:টাঙ্গাইল।

প্রশ্নর্কতা:টাঙ্গাইল থেকে করছেন। আপনি কি এই দোকানের মালিক?

উত্তরদাতা:হ্যা।

প্রশ্নর্কতা:জায়গাটা সহ আপনার নাকি শুধু ঔষধের দোকান?

উত্তরদাতা:না। আমার শুধু ঔষধের দোকান।

প্রশ্নর্কতা:ভাড়া? দোকান ভাড়া নাকি ইয়ে?

উত্তরদাতা:ভাড়া দোকান।

প্রশ্নর্কতা:তো মুলত এই ছিল আমার আলোচনা। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে অনেক সময় দিলেন। আমি আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। এবং আপনার ব্যবসার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। তো ভালো থাকবেন। আবার যদি কখনো আসি, দেখা হবে। তো ভালো থাইকেন। আসসালামুআলাইকুম।

উত্তরদাতা:ওয়ালাইকুম সালাম। আপনিও অনেক কষ্ট করলেন। আপনিও ভালো থাইকেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

প্রশ্নর্কতা:আচ্ছা। ধন্যবাদ। আসসালামুআলাইকুম।